# বাংলা বাঁচাও

# বাঙ্গালী বাঁচাও

বাংলা বাঁচাও  বাঙ্গালী বাঁচাও ! বাঁচাও বাংলা দেশ
দিন দিন মোরা দারিদ্রতায় সকলে হতেছি শেষ
বসিয়া থেকনা নাও খুজে কাজ
প্রতিজ্ঞা চাই, প্রতিজ্ঞা আজ
নব উদ্যমে এস হে নীবন ঘুচাতে মায়ের ক্লেশ
আমার বাংলা, আমিই বাঙ্গালী আমার এ বাংলা দেশ
পলিটিক্স ছাড় লেখাপড়া কর হও কৃতি সন্তান
দুনিয়ার কাছে বড় করে তোল বাঙ্গালীর সম্মান
এল বিদ্যাসাগর শরৎ চন্দ্র
বাঘ আশুতোষ কবি রবীন্দ্র
এল মাইকেল, নজরুল এল লয়ে বিদ্রোহী গান
এল বঙ্কিম ভূদেব বিপিন বাজিল ঐক্যতান।

## লেখক—শ্রীকুমার পাঠক

( কলেজের ছাত্র )

বিরস বাংলা সরস কথা
পি সি, রোড়, পোঃ—টিটাগড় ২৪ পরগণা।
মূল্য দশ পয়সা

## রঙ্গ ভরা বঙ্গ

কোন দেশের রঙ্গ ভরা কোথাও নাই রঙ্গ এত,
কোন দেশেরই দেশের মানুষ কাটায় পরদেশীর মত।
কোন দেশেতে পরদেশীরা এসেই নেয় চাকুরী খুজে
কোন দেশেতে দেশের মানুষ থাকে কেবল চক্ষু বুজে।
কোন দেশেতে বেকাররা সব চাকরী খুজে ফিরছে রে,
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ রঙ্গ ভরা বঙ্গ রে।
কোথায় পাশ করে সব দেশের ছেলে কলেজেতে
পায়না সীট
কোথায় বাংলা ছবি মার খেয়ে যায়
হিন্দী ছবি করছে হীট।
ভাণ্ডীরাম আর ঝুনঝুনওলার কণ্ঠ কোথায় বাজে রে,
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ রঙ্গ ভরা বঙ্গরে।
লোটাকম্বল করে সম্বল কোথায় ওরা প্রথম এসে,
বাবুজী বসে সেলাম দিয়ে শেঠজী হয়ে বসল শেষে
এখন তাদের সেলাম দিয়ে আমরা যে কুল পাই নারে,
হায় আমাদের ভঙ্গ দেশ রঙ্গ ভরা বঙ্গরে।
কোন দেশেতে দেশের ভাষা পায়নি আজও উচ্চ স্থান,
উঃসবেতে মাইকে বাজায় হিন্দী ছবির টুইষ্ট গান।
কোথায় হাতী মেরাসাথী করে ছোকড়ারা সব ঘুরছেরে
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ রঙ্গ ভরা রঙ্গ রে।

## বাঙ্গালী বাঁচাও !

দেখতে পাচ্ছি অনেক কিছুই আজ এই নব বঙ্গে,
শত সমস্যায় জীবন মোদের কাটিছে নানান রঙ্গে।
হিংসার রাজত্বে বাস অহিংসার নাম গাই মুখে,
প্রাচুর্য্যের বিজ্ঞাপনে ঘরে বসে হাই তুলি সুখে।
পুজি যাদের আছে তাদের পুজির পাহাড় যাচ্ছে বেড়ে
দেশের সেবক হচ্ছে তারাই উল্টো দিকে ন্যাজটি নেড়ে
দেশে এখন সস্তা মেলে, কলমীলতা কচুর শাক,
কচু খেয়েই মহা আনন্দে রাম রাজত্বের বাজাই ঢাক।
ঘুষ খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গেল যদু মধু রামলাল,
বাঙ্গালী বাঁচাতে বক্তৃতা ছাড়ে তারা সব আজকাল।
সকাল হলেই কাগজে নেতাদের বাণী দেখি,
বাঙ্গালী বাঁচাতে পাতায় পাতায় চলিতেছে লেখালেখি।
মন্ত্রীরা সব বলিছে এবারে বাঙ্গালী চাকরী পাবে,
জাতিটার বুকে নূতন আশার আগুন জ্বালাতে হবে।

## হাল বাংলা

স্বাধীনতা পেয়ে বগলবাজাই বাজনা বাজাই ড্যা-ড্যাং-ড্যাং
যেখানেই যাইকাজ নাহি পাই প্রতিযোগীতায় খাচ্ছি ল্যাং
কলে কারখানায় বিহারী উড়িয়া মাদ্রাজী মাড়োয়ারী
ছোট বড় যত ব্যবসাগুলোতে ওরাই দলেতে ভারি
আমাদের ছেলে নিজ কাজ ফেলে জুলপী রাখিয়া গালে
রাজনীতি লয়ে মেতে আছে সদা নেতাদের তালে তালে

রঙবাজী করে এখানে সেখানে পরে চোঙ্গা টেরিলীন
ভবিষ্যৎ তার ঘোর আন্ধকারে সামনে আগামী দিন।
কি কহিব কারে যত বকি তারে ভাবরে ভবিষ্যৎ
লেখাপড়া শিখে তারপর দেখে বেচেনে নিজের পথ
পিতাকে মানেনা কথা সে শোনেনা ঘর থেকে যায় চলে
চলে যায় সেথা বসে আছে যেথা উঠতি হীরোর দলে।
হিন্দী ছবির শুরেলা গানের টেবিলেতে তাল ঠোকে
ঠোট ছুটো তার কালো হয়ে গেছে সিগাটে ফুকে ফুকে।
শুনবে না কথা মানবে না মানা করবে যা খুশী তাই
এই বাংলার ঘরে ঘরে আজ কোথাও শান্তী নাই।
অর্থনীতির চাপে পড়ে দেশের উল্টে গিয়েছে হাল
মানুষের চেয়ে টাকাটাই যেন বেশী দামী আজকাল।
নিজের ভিটে বলিদান দিয়ে, স্বাধীনতা ওই আনিল যারা
নিঃস্ব হইয়া ভিখারীর বেশে পথে পথে ওই ঘুরিছে তারা
বাহুবল যখন রয়েছে সবার খেটে খেতে পারবি নিজে
আয় তবে ওরে আয় ছুটে আয় যে কোন কাজ নিয়েনে খুজে
মিছে মান আর সম্মান নিয়ে থাকিস না আর ঘরেতে বসে
কাটাস না দিন কেরাণীগিরীর চাকরীর মোহে সর্বনেশে
যে দেশের নারী জনম দিয়েছে বিপ্লবী ক্ষুদিরামে
বীর বিপ্লব এসেছে যেথায় নেতাজী শুভাষ নামে।
তোমাদের মাঝে সূর্য্য সেন আর বাঘা যতীনের দল
তোমাদের মাঝে রয়েছে শুপ্ত গুপ্ত মন্ত্র বল।
বাঙ্গালীর ছেলে ইয়াহিয়া থাকে সমূলে করিয়া শেষ
জগতের মাঝে তুলিল গড়িয়া স্বাধীন বাংলা দেশ।
তোমার বাংলা তুমিই বাঙ্গালী পুত্র বাংলা মার,
বাঁচিবার যদি আশা থাকে তবে বসিয়া থেক না আর

# বঙ্গ আমার !

বঙ্গ আমার জননী আমার ধন্য মা তুমি আমার দেশ
কত রঙঢঙ কাহিনী কত বাইরে কত না রঙীন বেশ।
সহোদরভাই সাথে মিল নাই ভালবাসি পরে হৃদয় ঢেলে
আত্মীয় সনে রেষারেষি মনে সদা হিংসার আগুন জ্বলে
মুখেযাহা বলিকাজে তা করিনা করিযাহা তা বলিনা মুখে
পরীক্ষায় এসে এ্যানসার যত বেমালুম সব দিয়েছিটুকে
যে ভাবেই হোক পাশকরে গেছিতবু ও দুঃখ হয় না শেষ
বলগো মা তুমি ! এই কি মা তুমি আমার দেশ
বৃদ্ধ পিতাকে করিছে শাসন চাকরী করে যে ছেলে,
কত নাবালকে ফুকিতেছে বিড়ি কোলে বিস্কুট ফেলে।
হরিদাসী আর বাসন মাজেনা লিলি নামে হীরোইন,
ভজহরি ভড় নাটক লিখেই ফিরিযে ফেলেছে দিন।
রবি ঠাকুরের কথা গেঁথে গেঁথে তবু হল গীতিকার
হরিদা সপাল অভিনয় ছেড়ে হয়েছে ডিরেক্টার।
সধবা কুমারী চেনা যায় নাক ঘোমটা গিয়েছে উড়ে
মতি ময়রাণী বেতার শিল্পী হল সুপারিশ ধরে।
বড় বড় বুলি মুখেতে সদাই চায় না হ'তে তা শেষ,
হায়রে আমার বঙ্গ জননী এই কি মা তুমি আমার দেশ
হেথা হৃদয় লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে হাটে মাঠে
গোপনে কুমারী কালীঘাটে গিয়ে সিন্দূর পরিছে মাথে।
কত অনাচার অবিচার আজ সমাজে ঘটিছে তাই,
সসম্মানে ত মাথা তুলে আজ সকলে বাঁচিতে চাই।

# ক্যালকেশিয়ান

বড় বড় কথা মুখে যারা বলে হুজুগ পেলেই মাতে
বক্তৃতা করে টাকা আছে যার দেখে শুনে তার সাথে।
ফ্যানের তলায় চেয়ারে বসিয়া ফাইলে কলম পেশা
রেষ্টরেন্টে চপ কাটলেট খাওয়াটা যাদের নেশা।
মুখে সিগারেট গায়ে পাঞ্জাবী চুলগুলি ব্যাকব্রাশ
ঘষামাজা করে চেহারাটি যারা রাখিয়াছে ফাষ্টক্লাশ,
চায়ের পেয়ালা মাঝে মাঝে চাই বলিতে পার এ কারা।
আর কেউ নয় এ কলকাতার ক্যালকেশিয়ান তারা।
যেথা হতে আসুক এ শহরে যদি কেউ কিছুদিন থাকে,
ফিটকিরী দেওয়া জল খেলে পরে চেনা আর যায়না তাকে
হাতে ঘড়ি পরে চশমা লাগিয়ে টেরিলীন টেরিকটে
গ্রামে গদাই কলিকাতা এসে গট্ গট্ করে হাটে।
সেলুনে গিয়ে নব নব রূপে যারা নিজেকে সাজাতে জানে
সবার সামনে সিগারেট ফোকে চুপি চুপি বিড়ি টানে।
গরিবীয়ানার বিনয়ী ভাবটি দেখাতে চায়না যারা
ধুতি পাৎলুনে সকলে সমান ক্যালকেশিয়ান তারা।
যারা হীল তোলা জুতো আলতা চরণে শাড়ীটা উড়ায়ে চলে
যাদের আয়নায় বাঁধা জীবনের ভ্যানিটী ব্যাগের তলে।
কত দীপ জ্বলে নিভে গেল কত একটুকু আলো দিয়ে
ব্যর্থ জীবন কেটে গেল শুধু শেষের কবিতা নিয়ে।
তবু বয়সের শেষে উত্তম সব হীরো হতে চায় যারা,
আর কেহ নয় এ কলিকাতার ক্যালকেশিয়ান তারা।

আমাদের দেশে আছে সেই ছেলে কত
সুযোগ পাইলে তারা ভাল ছেলে হ'ত।
বেকার বসিয়া আছে কোনও কাজ নাই
মস্তানী করে ভাবে যদি কিছু পাই।
চায়ের দোকানে নয়ত কোথা কারও বকে
দিন রাত আড্ডা দেয় সিগারেট ফোকে।
কর্ম্মে অলস হলেও বাক্যে বাহাদুর
কাশ্মীরে! কাশ্মীরে! বলে মনে ভাজে সুর।
সিনেমা দেখিতে ওরা বড় ভালবাসে
খাবার সময় হলে ঘরে ঠিক আসে।
ঢেউতোলা চুলগুলো এলো মেলো করা
শর্টকাট ফিটফাট চোঙা প্যান্ট পরা।
দাঁড়িয়েই থাকে সে যে বসা বড় দায়
বসতে গেলেই যদি প্যান্ট ফেটে যায়।
বিপদ আসিলে কাছে করে পলায়ন
নিজেকে বাঁচাতে তারা বড় সচেতন।
আদেশ করেন যাহা নিজ গুরুজনে
কখনও করেনা তা শুনে যায় কানে।
প্রতিবার পরীক্ষায় ফেল করে ঠিক
পাড়ায় গুলজার করে রাখে দশদিক।

## ১৫ই আগষ্ট

স্বাধীনতার ওই রজত জয়ন্তী ধুমধাম চারি দিকে
সুযোগ পেয়ে দু'লকম হেথা আমিও দিলাম লিখে
খবরে কাগজে লেখা হবে কত
হাতী ঘোড়া উট কত শত শত
জন্ম নিয়েছে পঁচিশ বছরে এ দেশের চারিদিকে
সিংহ ব্যাঘ্র ঝাঁজটি গুটায়ে পড়ে আছে একদিকে
জাতীয় পতাকা পত্ পত করে উড়িবে শূন্য পানে।

উৎসব সভা মুখরিত হয়ে উঠিবে জাতীয় গানে
স্বাধীনতার এইবৃক্ষের ফল
খেয়ে খেয়ে যাদের বেড়ে গেছে বল
যারা এসে কিছু বক্তৃতা দেবে এ জাতির জয়গান
শেষ হবে সভা প্রীতির প্রতিক সামান্য মধু পানে।
তারপর ঘরে মোটরেতে চড়ে উড়ায়ে যাইবে ধুলো
গায়ে মুখে চোখে ধুলায় মলিন পথের মানুষগুলো
ফুটপাথে যারা বাধিয়াছে বাসা
নিভে গেছে যাদের জীবনের আশা
কিসের উৎসব! ওরা জানিল না তোমরা যে যাই বলো
শুধু বাজনা বাজিয়ে নিশান উড়ান মানুষ কতকগুলো।
যারা অগ্নিযুগের রক্ত আখরে ইতিহাস গেল লিখে.
বিদেশী শাসকের অসির সামনে যাহারা দাঁড়াল রুখে।
বেয়াল্লিশের ওই আন্দোলন
করেছিল যারা মৃত্যুপণ
তাদের ছেলেরা বেকার হইয়া ঘুরিতেছে চারিদিকে
তবু বছর বছর ১৫ই আগষ্ট পালিত হবে দেশে
বড় বড় প্ল্যান পরিকল্পনা কহিবে নেতারা এসে
(যদি) তাড়াতাড়ি দেশের উন্নতি চাও
আরও বেশী করে ট্যাক্ ধরে দাও
দ্রব্য মূল্য বেড়েছে মানেই প্রগতি এসেছে দেশে.
নেতারা ভাবছে ওস্তাদী মার দেখাব রাতের শেষে।
স্বাধীনতা দিন রক্ত রঙীন আঁখি দুটি ছলছল্
কত ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী বাঘা যতীনের দল।
মার পদতলে হল বলিদান
এল ছুটে বীর নেতাজী মহান
ভীত ইংরাজ থর্ থর্ কাঁপে মণিপুর ইম্ফল
সকল শহীদে স্মরণ করিতে চোখে আজ আসে জল